করোনার সরান্নাবান্না

কোভিড-১৯ সম্পর্কে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের প্রতিবেদন
একটি স্বেচ্ছাসেবী গোষ্ঠী

IndiSciCovid

https://indscicov.in/

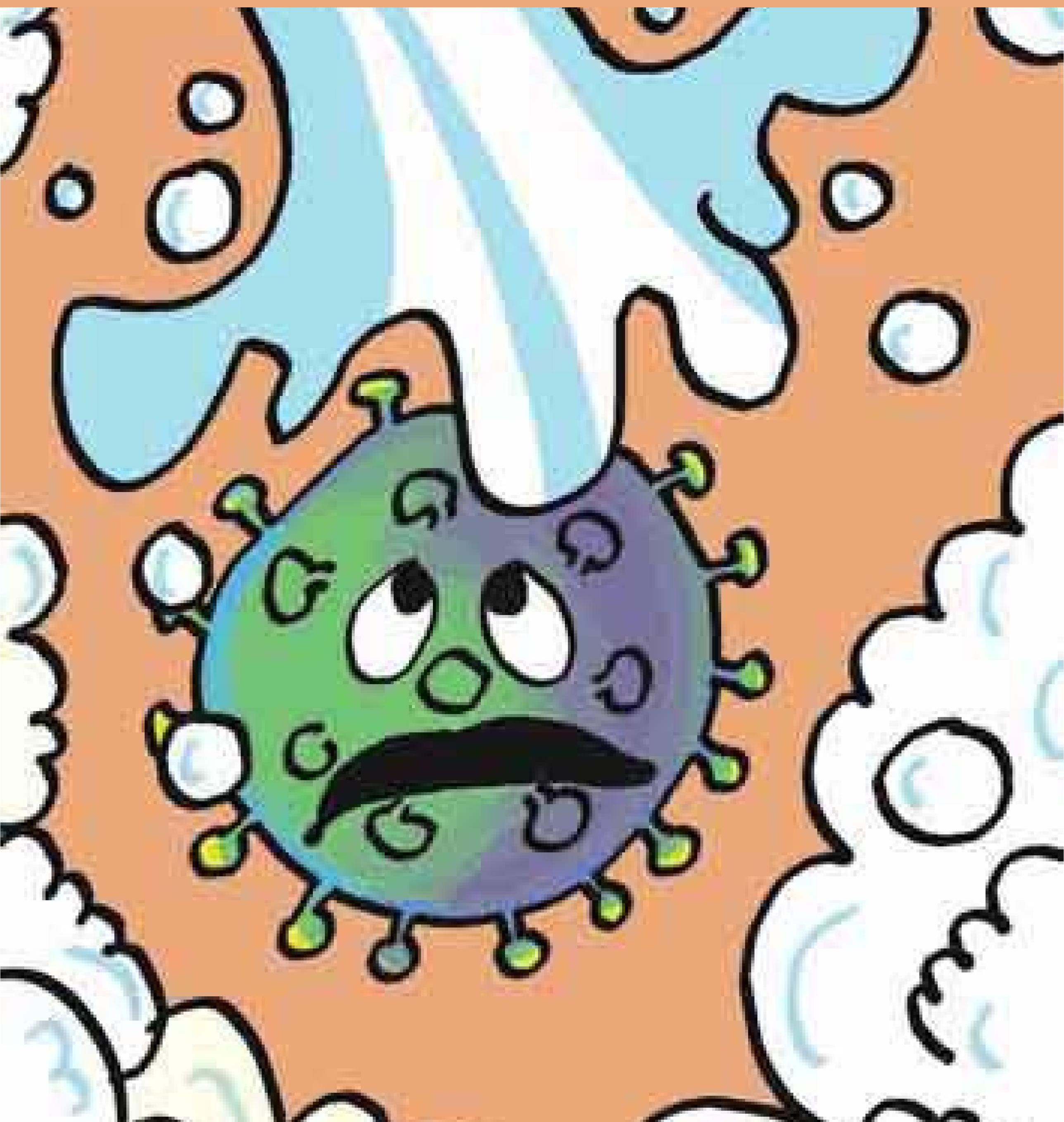

Indian Scientists' Response to COVID-19

সন্ধ্যে হয়ে এসেছিল, আর আমার বেশ খিদে পেয়েছিল।

'বাবা, তুমি তোমার সেই মুরগির ঝোলটা আজ বানাবে? বেশি করে ঝাল দিও', আমি বললাম। মাও আমার সংগে গলা মিলিয়ে বলল, ' হ্যাঁ, আজ আমার খুব ক্লান্ত লাগছে, তুমিই রান্না করো!'

'ঠিক আছে', বলে বাবা প্রথমে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিল। আমি ২০ থেকে এক পর্যন্ত গুণতে লাগলাম, যাতে সঠিক সময় ধরে বাবার হাত ধোওয়া হয়, এবং মাও আমার সংগে যোগ দিল! বাবা সব সময় মেঝেতে রেডিওর কাছে বসে তরকারি কাটে। রমেশ-কাকু সকালে আমাদের বাড়ি এসেছিল কয়েকটা ম্যাগাজিন দিতে এবং তিনি ওই জায়গাতেই বসেছিলেন। আমার মনে আছে বাবা তার পরেই পুরো জায়গাটা সাবান জল এবং স্পঞ্জ দিয়ে ধুয়ে রেখেছিলেন। বাবা সেখানে বসে প্রথমে মুরগি কাটতে লাগলেন, তারপর কাঁচালঙ্কাগুলো কাটলেন। 'আরও কয়েকটা দাও!', আমি বললাম।

'তুই কি একটু পেঁয়াজগুলো কেটে দিবি?'

'না... আমার চোখে জল আসে', আমি বললাম। বাবা তখন তিনটি পেঁয়াজ ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে নিলেন। ততক্ষণে পাশের বাড়ির সরলা মাসী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মার সংগে কথা বলতে শুরু করেছিলেন। তিনি বললেন, 'জানো আমার বোন কী করেছে? সে এতো ভয় পেয়েছে যে পেঁয়াজ আর টমেটো সাবান দিয়ে ধুয়ে রাখে! আর তারপর সবাই সেই সাবান-গোলা ঝোল খায়।' এমন অদ্ভুত কথা শুনে আমার ভীষণ হাসি পেয়ে গিয়েছিল। তখন মা বুঝিয়ে বলেছিল, 'ভাইরাস খাবারের মধ্যে থাকে না, তুমি তো জানো! আর রান্নার সময় যখন আমরা ফুটন্ত জলে খাবার দাবার সেদ্ধ করি তখন উষ্ণ তাপমাত্রায় ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া মরে যায়।' আমি জানতাম সেটা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু পেঁয়াজগুলো তো বাজারে ছিল, তখন তো সবাই তাতে হাত দিয়েছে।'। 'সোনা আমার', মা আদর করে হেসে বলল, 'একদম ঠিক বলেছিস'। 'সেই জন্যেই তো তোর দাদা বাজার করে আনার পর আমি সব আনাজ-তরকারি ভালো করে ধুয়ে

রেখেছিলাম।'... 'আর তারপর ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুয়েছিলাম', আমরা সবাই একসঙ্গে বলে উঠলাম।

তখন সরলা মাসী বাবার দিকে তাকিয়ে বলল,'বাঃ, আপনি দেখছি মুরগির স্পেশাল ঝোল রান্না করছেন। কিন্তু আমি যে হোয়াটসআপ-এ পড়লাম ভাইরাসটা নাকি জীবজন্তু থেকে এসেছে? এগুলো খাওয়া কি ঠিক হবে?' বাবা মাথা নাড়িয়ে বেশ জোর দিয়ে বলল, 'একদম! এই ভাইরাস শুধু একজন মানুষ থেকে অন্য মানুষে যায়, আর আমিষ খাবার একেবারেই নিরাপদ। ডাক্তাররাও তাই বলেছেন।' বাঁচলাম বাবা, শুনে আমি ভাবছিলাম। তখন সরলা মাসীর মেয়ের গলার আওয়াজ শুনে মাসী তাঁদের বাড়ি চলে গিয়েছিল।

ঠিক তখন দাদা দোকান থেকে ফিরে এল। মা তাকে চাল, ডাল আর আমার জন্য কিছু ক্রিম বিস্কুট কেনার জন্য পাঠিয়েছিল। দাদা এসে দরজায় দাঁড়িয়েছিল, কী করবে বুঝতে না পেরে। 'হা করে তাকিয়ে আছিস কেন?' মা হেসে বলল, 'একটু দাঁড়া'। এই বলে মা রান্নাঘরে ঢুকে চাল-ডাল রাখার বড়ো ডিব্বাগুলো নিয়ে এল, আর একটা খালি টিনের ডিব্বা। সেগুলো খুলে মা দাদাকে বলল চাল-ডালের প্লাস্টিক প্যাকেটগুলো কাটতে। 'ডিব্বাগুলোতে হাত দিবি না, ওপর থেকে চাল আর ডাল ঢেলে রেখে দে', মা বলল। 'দেখিস, বাইরে যেন না পড়ে!' শুনে আমার হাসি পেয়ে গেলো। দাদা মা-র কথা মত খুব সাবধানে সব কিছু করলো। বিস্কুটের প্যাকেট খুলে টিনের বাক্সে রেখে দিল, বাক্সে হাত না দিয়ে। 'করেছি!', কাজ শেষ করে বলল সে। আমার মনে পড়ে গেলো সকালে যখন সরলা মাসী আমাদের জন্য আলুর ঝোল নিয়ে এসেছিল তখন মাও ঠিক এইভাবে কড়াইতে ঢেলে রেখেছিল।

'প্লাস্টিক আর কাগজগুলো কী করবো এখন?' দাদা জিজ্ঞেস করলো। মা বলল বাইরে ডাস্টবিনে প্লাস্টিকের ব্যাগে ফেলে দিতে। তারপর দাদা চপ্পল খুলে ঘরে ঢুকল। আমি মুখস্ত বলার মতো মনে করিয়ে দিলাম, '২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুতে হবে কিন্তু', আর তার পিছন পিছন গেলাম যাতে দাদা ভুলে না যায়। এরপর দাদা ঘরে গিয়ে জামাকাপড় বদলে এল।

ততক্ষণে বাবা রান্নাঘরে চলে গিয়েছে। সব বাসনপত্র, হাতাখুন্তি, এমন কি স্টোভটাও সাবান জল দিয়ে আগেই ধুয়ে রেখেছিল বাবা। কিছু সময়ের মধ্যেই আমি ফোঁড়নের গন্ধ পেলাম। তারপর বাবা চিকেনের পিসগুলো ঢেলে রান্না করতে করতে মা-র সংগে কথা বলতে শুরু করল। মা তখন টেলিভিশনে সিরিয়াল দেখছিল। 'আমাদের পাশের বাড়ির সমীর-বাবুর কথা শুনেছ?' বাবা বলল, 'সে সর্দিকাশিতে ভুগছে, আর গত সপ্তাহে একটু জ্বরও হয়েছিল।'

'ওমা, সে কি! ওদের বাড়ির সবাই নিশ্চয়ই খুব চিন্তিত হয়ে আছে।' দাদা জিজ্ঞেস করল,'আমরা কি একবার দেখা করে আসবো?' মা মাথা নেড়ে বলল,'না, ওরা তো এখন কোয়ারেন্টাইনে আছে'। আমার চিন্তা হচ্ছিল সমীর-বাবু কীভাবে তাঁর পরিবারের সংগে খাওয়া-দাওয়া করবেন। আমি মাকে জিজ্ঞেস করলাম, ওঁর জন্যেও কি তাঁর বাড়ির লোকেরা মুরগির ঝোল বানিয়ে দিতে পারবে? 'কেন পারবে না?' মা বলল, 'সোনা আমার, ওদের শুধু খুব সাবধানে থাকতে হবে, এই যা। ওঁকে একটা ঘরের মধ্যে থাকতে হবে, আর ওঁর খাবার কেউ এসে দিয়ে যাবে। তারপর খাবারের থালা খুব ভালো করে ধুয়ে রেখে দিতে হবে।' আমি ভাবলাম, উনি যেন তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যান। আমাকে তো উনি ঘুড়ি ওড়ানো শেখাবেন বলেছিলেন।

'রান্না হয়ে গেছে', বাবা জানালো। বাবার কথা মত আমরা সবাই সাবান জলে হাত ভালো করে ধুয়ে থালাগুলো নিয়ে এলাম। আমাদের সবার থালায়

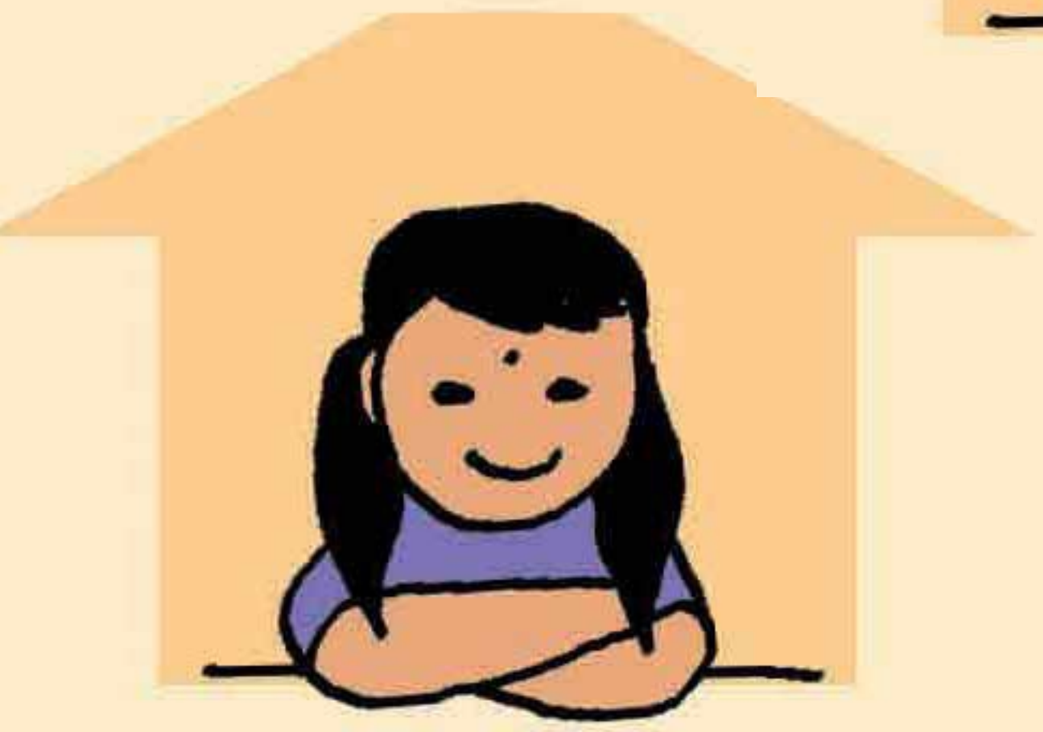

ভাত আর মুরগির ঝোল ঢেলে দিল বাবা। 'তুমি খাবে না?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'দাঁড়া একটু,' এই বলে বাবা নাক চুলকোতে শুরু করল। 'আধঘণ্টা ধরে নাক চুলকোচ্ছিল কিন্তু রান্না করছিলাম বলে নাকে হাত দিতে পারিনি। এই বার সুযোগ পেয়েছি,' বলে বাবা যেন হাঁফ ছাড়লো। হাসতে হাসতে আমাদের পেটে খিল ধরার অবস্থা। ইতিমধ্যে বাবা হাত ধুয়ে এল। আমরা তখন সবাই একে অন্যের থেকে একটু দূরে বসে খেতে শুরু করলাম-- আহ, কী রান্নাই না হয়েছিল সেদিন!

দরকারি তথ্য পরিবেশন করার জন্য এবং সেগুলোর প্রাসঙ্গিকতা বোঝানোর জন্য এইসব কাহিনী উদাহরণস্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এর জন্য খানিকটা সরলীকরণ করতে হয়েছে। বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলো যথাযথ জানার জন্য আনুষঙ্গিক দলিলগুলি ওয়েবসাইটএ দেখে নিন।